ভারতীয় জনতা পার্টি
(কেন্দ্রীয় অফিস)
১১ অশোক রোড, নয়া দিল্লি ১১০০০১
ফোন-- ০১১-২৩০৭০৫৭৭০, ফ্যাক্স--০১১-২৩০০৫৭৮৭

২৯ জানুয়ারি, ২০১৩

ডিজেলের দু ধরনের দাম ঠিক করার প্রক্রিয়া নিয়ে বি জে পির জাতীয় মুখপাত্র ও সংসদ শ্রী প্রকাশ জাভড়েকরের সংবাদ বিবৃতি

কংগ্রেস-এর নেতৃত্বাধীন ইউ পি এ সরকার যে ভাবে ডিজেলের দাম নির্ধারণের দ্বিমুখী নীতি নিয়েছে, বি জে পি তার তীব্র নিন্দা করে, কারণ এই নীতির জন্য আম জনতার ওপর প্রবল চাপ পড়েছে। এটা হলো ছল করে ডিজেলের দাম বাড়ানো। সরকার ডিজেলকে বিনিয়ন্ত্রিত করে দু ধরনের ক্রেতা তৈরী করেছে। বড় মাপের ক্রেতা, যাঁরা তেল কোম্পানির আউটলেট থেকে সরাসরি বিপুল মাত্রায় তেল কেনে, আর যাঁরা খুচর ক্রেতা, ৫০ থেকে ৫৪ টাকা লিটার দামে ডিজেল কেনে। বড় ক্রেতারা ডিজেল কিনতে বাধ্য হচ্ছে ৬২ থেকে ৬৫ টাকা লিটার দাম দিয়ে।

এই সিদ্ধান্তের ফলে রাজ্য পরিবহন সংস্থাকে ৩০০০ কোটি টাকা বাড়তি বোঝা বহন করতে হবে। রেলের ঘাড়েও ৩ হাজার কোটি টাকার বাড়তি বোঝা চাপবে। শহরের ভিতর বাস পরিষেবার মত জনগনের উপযোগী পরিবহন চালাতে ৩ হাজার কোটি টাকা বেশি লাগবে। বেসরকারী শিল্প ও বানিজ্য সংস্থাগুলি আরো ৬ হাজার কোটি টাকার ধাক্কা সামলাবে। তাই একটা সিদ্ধান্তে সরকার একসঙ্গে প্রচুর ডিজেল যাঁরা কেনেন তাঁদের ওপর ১৮ হাজার কোটি টাকার বোঝা চাপিয়ে দিল।

আর এই সংস্থাগুলি তাঁদের বোঝা চাপিয়ে দেবে সাধারণ মানুষের ওপর। এমনিতেই তাঁরা প্রতি মাসে ডিজেলের দাম বাড়ার সিদ্ধান্তে পিষ্ট হচ্ছেন। ডিজেলকে নিয়ন্ত্রণমুক্ত করে সরকার সবমিলিয়ে ৬০ হাজার কোটি টাকার বোঝা আম জনতার ওপর চাপালো।

এমনকি মৎসজীবিদের বাল্ক ব্যবহারকারী বলে চিন্হিত করা হয়েছে। ডিজেল ব্যবহারের নতুন নিয়ম কার্যকর হবার পর যাঁরা মাছ ধরেন তাঁদের ওপর বাড়তি অনেকটা চাপ পড়ল।

বি জে পি অবিলম্বে ডিজেল ব্যবহারের এই নতুন ব্যবস্থা প্রত্যাহার করার দাবি জানাচ্ছে ও প্রতি মাসে ডিজেলের দাম বাড়ানোর সিদ্ধান্তও সরকারকে প্রত্যাহার করতে বলছে।

তেলেঙ্গানা বিষয়ে

পৃথক তেলেঙ্গানা রাজ্য গঠন নিয়ে সরকারের কালক্ষেপ করার নীতির তীব্র নিন্দা করছে বি জে পি। ২০১৩

সালের ২৮ জানুয়ারির মধ্যে তেলেঙ্গানা নিয়ে সিদ্ধান্ত নেবার প্রতিশ্রুতিও রাখে নি সরকার। গত ডিসেম্বরে সর্বদলীয় বৈঠকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সুশীল কুমার শিন্দে এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। এটা তেলেঙ্গানার মানুষের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা, যা কখনই মানা যায় না।

২০০৮ সালের ৯ ডিসেম্বর সে সময়ের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পি চিদাম্বরম ঘোষণা করে দেন, পৃথক তেলেঙ্গানা রাজ্য গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছে। কিন্তু কংগ্রেস রাজনীতির জন্য একই দিনে সিদ্ধান্ত রূপায়ণ বন্ধ করে দেওয়া হয়। ১৯৮০-র সময় থেকে চেন্না রেড্ডি যখন তেলেঙ্গানা নিয়ে আন্দোলন করছেন, তখন থেকে কংগ্রেস বিশ্বাসঘাতকতা করছে।

বি জে পি প্রথম থেকেই তেলেঙ্গানা গঠনের পক্ষে। আজ আবার আমরা দাবি করছি, কেন্দ্র যেন তেলেঙ্গানা গঠনের প্রক্রিয়া শেষ করে ও বাজেট অধিবেশনের প্রথম সপ্তাহেই সংসদে বিল নিয়ে আসে। এন দি এ এই বিল সমর্থন করবে। এই বিল এখন না আনলে কংগ্রেস-কে তার রাজনৈতিক মূল্য চুকাতে হবে।

(ও পি কহলি)
সদরদফতর প্রমুখ)